দৈনিক সংবাদ

তারিখ [illegible]
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

NOV 03 2001

সরকারি অনুমতি মিলছে না

মুজিবনগর খানপুর বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

গোলাম মোস্তফা, মেহেরপুর থেকে ঃ মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার খানপুর বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি দীর্ঘ প্রায় ৩ বছর প্রাথমিক অনুমতি পায়নি। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক একাধিকবার তদন্ত হয়েছে। সুপারিশ করেছেন সংসদ সদস্য, তারপরও প্রাথমিক অনুমতি না পাওয়ার কারণে খানপুর গ্রামের ২শ' অধিক ছাত্রছাত্রী নিয়ে ৪ জন শিক্ষক চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত ভৈরব নদীর তীরে অবস্থিত খানপুরের অবস্থান। এ গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকায় গ্রামের অবহেলিত শিশুদের শিক্ষা দেয়ার মানসে গ্রামের কিছু শিক্ষানুরাগীর একান্ত প্রচেষ্টায় ২০০০ সালের জানুয়ারি মাসে খানপুর গ্রামে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি চালু করা হয়। ৪ জন কর্মঠ যুবক-যুবতী প্রাথমিক পর্যায়ে এলাকার ৫০ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে স্কুলটির কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে এ স্কুলটি ২ শতাধিক ছাত্রছাত্রী নিয়মিত ক্লাস করছে।

ইতোমধ্যে খুলনা বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের উপ-পরিচালক মোস্তাকুন্নবী বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করেন ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারকে প্রতিবেদন দাখিল করতে বলেন এবং সে অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বখতিয়ার রহমান ২০০১ সালের ৯ই মে পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করেন। তারপরও বিদ্যালয়টি অনুমতি না পাওয়ায় বিদ্যালয়ের ৪ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ ২ শতাধিক ছাত্রছাত্রীর অভিভাবকগণ চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

এ ব্যাপারে এ স্কুলে প্রধান শিক্ষিকা নাজনিন পারভিন 'সংবাদ'কে জানান, আমরা এ গ্রামের অবহেলিত দরিদ্র শিশুদের কথা চিন্তাভাবনা করেই এ বিদ্যালয়টি চালু করেছিলাম, কিন্তু তখন পর্যন্ত সরকারিভাবে কোন অনুমোদন না পাওয়ায় আমরা যেমন মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছি, তেমনি স্কুলের ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের বাবা-মা'রাও চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে আছেন। আমরা সরকারের অনুমোদন পাওয়ার নিয়ম-নীতির মধ্যে জনবল কাঠামো ছাত্রছাত্রীসহ সবকিছুই আমাদের সঠিক আছে। তারপরও কেন অনুমোদন পাচ্ছি না, তা আমার অজানা। স্কুলের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম জানান, ইউনিয়নের সব গ্রামেই স্কুল আছে। শুধু এ গ্রামেই স্কুল নেই। তাছাড়া এ গ্রামটি একটু অবহেলিত আর তাই এ গ্রামের মানুষের কথা চিন্তাভাবনা করেই স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেছিলাম; কিন্তু আমরা এলাকার সুধীজনদের নিয়ে অনেক চেষ্টা করছি অথচ সরকার কোন সাড়া দিচ্ছে না।

অবহেলিত এ জনপদের মানুষের অনেকদিনের দাবি এ স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হোক। আমাদের ওই দাবি আমরা অনেকবার অনেক জায়গায় করেছি; কিন্তু কাজ হয়নি। তাই বর্তমান সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যাতে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণে এলাকার মানুষের কথা চিন্তা করে সুদৃষ্টি দিয়ে এর সুব্যবস্থা করা হয়।